আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০১৯

অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন: দুর্নীতির বিরুদ্ধে একসাথে

ধারণাপত্র

ভূমিকা

দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা; পৃথিবীর কোনো দেশই পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত নয়। আর তাই জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সনদ' United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) অনুমোদিত হয়। একই বছর ৯ থেকে ১১ ডিসেম্বর মেক্সিকোর মেরিডায় উচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ের স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সনদটি উন্মুক্ত করা হয়। স্বাক্ষর প্রদানের গুরুত্বকে স্মরণীয় রাখতে প্রতিবছর ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০০৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করছে এবং ২০১৩ সাল থেকে দিবসটি সরকারিভাবে পালন ও স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছিলো। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০১৭ সাল থেকে সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও সংশ্লিষ্ট দেশের সকল নাগরিকসহ সকল অংশীজনের– এই মর্মে প্রচারণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পালন করা এই দিবসটি উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ও টিআইবি

'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন: দুর্নীতির বিরুদ্ধে একসাথে' এই প্রতিপাদ্যে এ বছর দিবসটি উদ্‌যাপন করছে টিআইবি। স্থানীয় পর্যায়ে টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন), ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) এবং ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপ এর সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুট কোর্ট সোসাইটি (ডিইউএমসিএস) এর সাথে যৌথভাবে '২য় ডিইউএমসিএস-টিআইবি দুর্নীতিবিরোধী মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদেশের ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, টিআইবির সহযোগী সংস্থাসমূহ যারা দুর্নীতি প্রতিরোধকে টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করে তাদের পাশাপাশি ইয়ং প্রফেশনালস এগেইনস্ট করাপশন (ওয়াইপ্যাক) এবং ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইয়েস সদস্যদের অংশগ্রহণে দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে ৮ ডিসেম্বর। এ উপলক্ষে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও সনাকের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। একইসাথে, দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার এবং কার্টুন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

দুর্নীতি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বহুবিধ সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য দৃষ্টান্তমূলক। তবে দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে পারলে একদিকে এ অর্জন যেমন আরো ত্বরান্বিত হতে পারতো, তেমনি আর্থসামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ অর্জিত উন্নয়নের সম-অংশীদার হতে পারত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০১৮[১] অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান দীর্ঘদিন যাবৎ উদ্বেগজনক পর্যায়ে স্থিত রয়েছে, বিশেষ করে বিব্রতকর এই যে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান আফগানিস্তানের পর দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। ২০১৮ তে প্রকাশিত টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ[২] অনুযায়ী বাংলাদেশের খানা পর্যায়ে ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ উত্তরদাতা কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার। যারা বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ দিতে বাধ্য হন তাদের ৮৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে ঘুষ ছাড়া তাদের পক্ষে ন্যায্য সেবা পাওয়া অসম্ভব। আর গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল

[১] https://www.transparency.org/cpi2018

[২] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2018/report/nhs/NHS_2017_Full_Report_BN.pdf

ইন্টেগ্রিটি[৩] (জিএফআই) এর সবশেষ প্রকাশিত হিসেব বলছে বাংলাদেশ থেকে ২০১৫ সালে পাচার হয়ে গেছে ৫৯০ কোটি ডলার বা ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ। যা চলতি অর্থবছরের স্বাস্থ্য খাতের বাজেটের দেড় গুণের বেশি। আর মোট শিক্ষা বাজেটের ৮০ ভাগের সমান।

সমাজের সকল পর্যায়ে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রতিরোধে 'কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না' মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা' নীতি দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ব্যতিত বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আশার কথা হচ্ছে বর্তমানে সরকার একটি দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালাচ্ছে। এতে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দের একাংশের সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীর একাংশের অবাধ দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে, যা মূলত রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ও পরিচয়ে দুর্নীতির গভীর ও ব্যাপকতর বিস্তৃতির প্রতিচ্ছবি। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে অভিযানটি কতোটা ব্যাপকতা পায় এবং সমস্যার মূলোৎপাটনে কতোটা গভীর হয়।

শিক্ষাঙ্গণ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি নামক ভয়াবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ছাড়াই ছাত্র ভর্তির অভিযোগ ও জাহাঙ্গীরনগরসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি ও অনিয়মের ভয়াবহ অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের আর্থিক খাত এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকিং খাতের পুঞ্জিভূত সংকটের সাথে যুক্ত হয়েছে বেসরকারি ব্যাংকের নজিরবিহীন কেলেঙ্কারি। অবৈধ অর্থ পাচারের বৈশ্বিক বিবেচনায় বিব্রতকর দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী বাংলাদেশের অর্থ পাচারের ঘটনার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে এখনো কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের নিজেদের নীতিমালাকে পাশ কাটিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় ঋণখেলাপিদের হাতে জিম্মি হয়ে তাদের ইচ্ছেমত পুনঃতফসিলিকরণের সুযোগ দিচ্ছে।

টিআইবি পরিচালিত 'জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি ও চর্চা' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন[৪] অনুযায়ী প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার আওতায় নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো সত্ত্বেও সরকারি খাতে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বাস্তব কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। তদুপরি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের মূলচেতনা ও অভীষ্টের পরিপন্থি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারের জন্য সরকারের পূর্বানুমতির বিধান রেখে 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮' কার্যকর করা হয়েছে, যা জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সাধারণ জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক এবং সংবিধান পরিপন্থি। পাশাপাশি অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষায় প্রণীত 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' এর ব্যবহারের কোনো উদাহরণ না থাকা এটাই প্রমাণ করে যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করার উপযুক্ত পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি।

সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ তথা এজেন্ডা-২০৩০ অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। দুর্নীতির বিস্তার কমাতে না পারলে সবার জন্য স্বাস্থ্য (অভীষ্ট-৩) এবং মান সম্মত শিক্ষা (অভীষ্ট-৪) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অভীষ্ট অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে। একইসাথে সকল স্তরে স্বচ্ছ, কার্যকর ও দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মত ও তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়সমূহে সকল উন্নয়ন অংশীদের প্রাধান্য নিশ্চিত করতে সকলের সম-অংশগ্রহণের সুযোগ, যা অভীষ্ট-১৬ এর মূলকথা, সেসব ব্যতিত এজেন্ডা-২০৩০ এর কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে আইনের শাসন, সুশাসিত, শান্তিপূর্ণ, দুর্নীতিমুক্ত ও অন্তর্ভুক্তমূলক সমাজব্যবস্থা এবং অর্ন্তভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ব্যতিত উন্নয়ন যেমন স্থায়ী হয় না তেমনি সাধারণ জনগণও এর সুফল সমভাবে ভোগ করতে পারে না। তাছাড়া, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদের ১৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত দুর্নীতি প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জনগণ-সুশীলসমাজ-গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রয়াসকে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' ও 'ফরেন ডোনেশনস (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিস) রেগুলেশন অ্যাক্ট' এ বেশ কিছু নিবর্তনমূলক ধারাসমূহ বলবৎ রেখে কার্যকর করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতিবিরোধী আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির বিপরীতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তার অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিশেষ করে 'রুই-কাতলার' দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হয়েছে বলে এখনও

[৩] https://gfintegrity.org

[৪] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2019/report/public-administration/Public-Admin-Full-Report.pdf

প্রতীয়মান হচ্ছে না। দুদক তার আইনগত ভিত্তির ওপর নির্ভর করে আরো সক্রিয় হবে এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবে এটাই এখন সময়ের দাবি।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০১৯: টিআইবির দাবি

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে টিআইবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে:

১. চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের বাস্তব সুফল নিশ্চিতে কোনো প্রকার ভয় বা করুণার ঊর্ধ্বে থেকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত "কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না" এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে;

২. অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই অভীষ্ট অর্জনে সকল অভীষ্টের কার্যকর বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে অভীষ্ট ১৬ এর ওপর সর্বাধিক প্রাধান্য নিশ্চিত করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে;

৩. দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংগঠনসমূহ যাতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে পারে, তার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৪. সকল নাগরিকের বাক্-স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' ও 'ফরেন ডোনেশনস (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিস) রেগুলেশন অ্যাক্ট' এর নিবর্তনমূলক ধারাসমূহ বাতিল করতে হবে;

৫. সরকারি খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে 'সরকারি চাকরি আইন ২০১৮' এর বিতর্কিত ধারাসমূহ বাতিল করতে হবে;

৬. ঋণ খেলাপিতে জর্জরিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতি ও জালিয়াতি এবং বেসরকারি ব্যাংকের নজিরবিহীন আর্থিক কেলেঙ্কারির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে; এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য নিরপেক্ষ, যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন, নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে হবে;

৭. বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় পেশাদারি উৎকর্ষ ও কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও পরিপূরক কৌশল গ্রহণ করতে হবে; এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;

৮. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর কার্যকর প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে তথ্যের আবেদনকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;

৯. জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' বাস্তবায়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ আইন সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে হবে।

১০. দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদককে শক্তিশালী করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানটির ওপর সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারি ও রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধ করতে হবে। অন্যদিকে দুদকে নেতৃত্ব পর্যায়ে অকুতোভয় সৎসাহস, দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে এর ওপর অর্পিত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে দৃষ্টান্তমূলক কার্যকরতা নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২, ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org
www.facebook.com/TIBangladesh